

# ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জীবনি

17-January-2019



সাণ্ঠাহিক সূন্নাতে ভরা ইজ্জতিমার  
সূন্নাতে ভরা বয়ান  
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাঞ্জিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحٰبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحٰبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

## দরুদ শরীফের ফযীলত

হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: أَوَّلِي النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদ শরীফ পাঠকারী হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

## দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়ত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়ত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়তের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ থাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُّوا إِلَى اللَّهِ! اذْكُرُوا اللَّه! صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনির মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

## صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া কোন নতুন বা নগন্য কাজ নয় বরং এটি সেই মহান কাজ যা আশ্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام খুবই সচারু রূপে সম্পন্ন করেছেন, অতঃপর যখন নবুয়তের দরজা বন্ধ হলো তখন মাদানী আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া, হুয়র পুরনূর صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনগণদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এই মহান দায়িত্ব অর্পন করা হয়, উম্মতের সংশোধনের মাদানী প্রেরণায় উজ্জীবিত এই ব্যক্তিত্বুরা যখন মানুষদের নেকীর দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করে তখন ফুলের পাঁপড়ী বা মালা দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়নি বরং এই অনুগ্রহের পরিবর্তে তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টীম রোলার চালানো হয়, বন্দি করে কষ্ট দেয়া হয়, শরীরের চামড়াও উপড়ে নেয়া হয়েছে, উতপ্ত মরণভূমিতে হেঁচড়ানো হয়েছে, তীর, তলোয়ার ও বল্লম দিয়ে শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, এমনকি এই পথে সেই ব্যক্তিত্বুরা নিজের প্রাণও বিসর্জন করতে দ্বিধা করেননি এবং অনেকে ও শাহাদতের সূধাও পান করে নিয়েছেন, মোটকথা যে মহান পদ্ধতিতে সেই আল্লাহ ওয়ালারা মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার দায়িত্ব পালন করেছেন, তা অতুলনীয়। এই মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন লাখো শাফেয়ীদের ইমাম, মহান আলিমে দ্বীন, মহান মুজতাহিদ হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ। আজ আমরা তাঁর জীবনি ও চরিত্র সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

## ইমাম শাফেয়ীর পরিচিতি

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির মহান ইমাম এবং সুদক্ষ মুজতাহিদ ছিলেন, তাঁর মুবারক বংশ আন্দে মুনাফে গিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুবারক বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

(কিতাবুস সাকাত লি ইবনে হাব্বান, নম্বর-২৯৯৭, ৫/৪০৬)

## মায়ের স্বপ্ন

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জন্মের পূর্বে তাঁর আন্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর শরীর থেকে বৃহস্পতি নামক প্রসিদ্ধ গ্রহ বের হলো এবং মিশরে গিয়ে পড়লো অতঃপর প্রতিটি শহরে এর টুকরো ছড়িয়ে পড়লো, অভিজ্ঞ স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী এই স্বপ্নে এরূপ ব্যাখ্যা করলেন যে, আপনার গর্ভে এমন এক মহান আলিম জন্ম নেবে, যার জ্ঞান মিশরে প্রসার লাভ করবে এবং সেখানকার ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রসার লাভ করবে।

(তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস, ২/৫৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا এর বয়স যখন দুই বছর হলো তখন তার সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। সম্মানিতা আন্মাজান তাঁকে মক্কায় মুকাররমা নিয়ে আসলেন, সেখানেই তিনি লালিত পালিত হতে লাগলেন এবং শিক্ষা-দীক্ষাও অর্জন করলেন। (কিতাবুস সাকাতে লি ইবনে হাব্বান, নম্বর-২৯৯৭, ৫/৪০৬)

প্রথম দিকে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর আগ্রহ ভাষা শাস্ত্র এবং আরবী ছন্দের প্রতি ছিলো, পরবর্তিতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীস শাস্ত্র ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলেন আর এতে প্রবল দক্ষতা অর্জন করলেন, ভাষা শাস্ত্র এবং ছন্দকে ছেড়ে হাদীস ও ফিকাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজেই বলেন: একদিন আমি প্রবল আগ্রহে আরবের লাবিদ নামক কবির কবিতা পাঠ করছিলাম যে, হঠাৎ একটি উপদেশ মূলক অদৃশ্য আওয়াজ এলো: কবিতায় পড়ে নিজের সময় কেন নষ্ট করছো? যাও ফিকাহের জ্ঞান

অর্জন করো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমার মনে এই অদৃশ্য আওয়াজের অনেক প্রভাব পড়লো এবং আমি মক্কায় মুকাররমায় হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবার থেকে জ্ঞান অর্জন করলাম, এরপর হযরত মুসলিম বিন খালিদ মন্জি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে জ্ঞানের ফয়েয অর্জন করলাম অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮৩, হাদীস নং-১৩১৯১)

## মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ আংটি প্রদান করলেন

এক বুযুর্গ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: আমি স্বপ্নে হযরত সাযিয়ুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ কে দেখলাম যে, তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আগমন করলেন। আমি দ্রুত তাঁর দিকে ধাবিত হলাম, সালাম আরয করলাম এবং মুসাফাহা করলাম। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাকে বুকের সাথে লাগালেন এবং নিজের আঙ্গুল থেকে আংটি বের করে আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। সকাল বেলা যখন আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম তখন স্বপ্নে ব্যাখ্যাকারীকে আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনাকে সুসংবাদ! আপনার মসজিদে হারামে হযরত সাযিয়ুনা আলীউল মুরতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দীদার করা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ স্বরূপ। আপনার তাঁর সাথে মুসাফাহা করা হিসাবের দিনের নিরাপত্তা স্বরূপ আর বাকী রইলো আপনার আঙ্গুলে আংটি পরানো, আর এর উদ্দেশ্য হলো যে, অতিশীঘ্রই সারা পৃথিবীতে আপনার প্রসিদ্ধি এমনভাবে হবে যেমন রয়েছে হযরত সাযিয়ুনা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর প্রসিদ্ধি। (তারিখে বাগদাদ, নম্বর-৪৫৪, ২/৫৮)

## ইলমে দ্বীনের প্রবল আগ্রহ এবং অসাধারণ স্মরণশক্তি

আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং উন্নত মেধা দ্বারা ধন্য করেছেন, যাকিছুই পড়তেন তা মুখস্ত হয়ে যেতো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অল্প বয়সেই শুধু কোরআনে করীম হিফয করেননি বরং হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব মুয়াত্তা ইমাম মালেকও মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, যখন আমি কোরআনে করীম খতম করেছি তখন মসজিদে

যেতে লাগলাম এবং ওলামায়ে কিরামগণের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى نিকট বসে হাদীসে মুবারাকা এবং শরয়ী মাসআলা শিখা ও মুখস্ত করা শুরু করলাম। মক্কায় মুকাররমায় আমাদের ঘর ওয়াদিয়ে খাইফে ছিলো, আমি কোন উজ্জ্বল হাঁড় দেখলে তাতে হাদীস ও মাসআলা লিখে নিতাম, এমনকি সেই হাঁড় দ্বারা আমাদের ঘরের কুপ ভরে গিয়েছিলো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮২, হাদীস নং-১৩১৮৬) হযরত সাযিয়দুনা রবি বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বোঝাইসহ উট নিলাম যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে শুনা জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮২, হাদীস নং-১৩১৮৮) হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি বাল্যকালেই জ্ঞান অন্বেষণ করা শুরু করে দিই, অথচ আমার কাছে কোন সম্পদ ছিলো না। সুতরাং আমি মকতবে যেতাম এবং তীরের ছোট ছোট টুকরো নিয়ে তাতে হাদীসে মুবারাকা লিখে নিতাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮৫, হাদীস নং-১৩১৯৫)

**প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো একবার! ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.** বাল্যকালেই পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান, যদি আমরা আমাদের মত করে চিন্তা করি তবে আমাদের ভাবনা অনুযায়ী এরূপ হতো যে, বয়স বৃদ্ধি সাথে সাথে সে পেট ভরা ও ঘর চালানোর জন্য কোন কাজকর্ম করতো, কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতো বা কোথাও চাকরী করতো কিন্তু তিনি এরূপ করেননি বরং ইলমে দ্বীনের প্রতি ধাবিত হয়ে গেলেন। মনে রাখবেন! আল্লাহ তায়ালা যে সকল মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি দান করেন, দ্বীনের জ্ঞানও সেই বান্দাদের দান করেন। যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদীস নং-৮১)

পূর্বের যুগে ইলমে দ্বীন শিখা খুবই কঠিন ছিলো, এতো সুযোগ সুবিধা কখনোই ছিলো না, যা আজ রয়েছে, কিন্তু এরপরও আমাদের বুয়ুর্গরা শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করেননি বরং তা দুনিয়াজুড়ে প্রসার করে দিয়েছেন। আজকের যুগে তো ইলমে দ্বীন অর্জন করা অনেক সহজ হয়ে গেছে, অহরহ স্থানে ইলমে দ্বীন শিখার

সুযোগ বিদ্যমান কিন্তু এরপরও আমরা ইলমে দ্বীন অর্জনে অলসতার শিকার হয়ে আছি আর আমাদের পূর্ববর্তি বুয়ুর্গরা ঘরে আরামের বিছানা এবং প্রশান্তিময় ঘুমকে কোরবানি করে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য দূর দুরান্তের শহরে সফর করতেন এবং এই পথে আসা সকল কষ্ট সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতেন। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীনই একটি অনন্ত সম্পদ, ইলমে দ্বীন আশ্বিয়ায়ে কিরামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, ইলমে দ্বীন আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্যের পথ, ইলমে দ্বীন হেদায়তের ঝর্ণাধারা, ইলমে দ্বীন গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যম, ইলমে দ্বীন খোদাভীতি জাগ্রত করার উপায়, ইলমে দ্বীন দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান অর্জনের কারণ, ইলমে দ্বীন মৃত অন্তরের জীবন, ইলমে দ্বীন ঈমানের নিরাপত্তা, ইলমে দ্বীন আল্লাহ তায়ালায় সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার কারণ। মোটকথা ইলমে দ্বীন অসংখ্য গুণাবলীর সমষ্টি, ইলমে দ্বীনে ধর্মও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে দুনিয়াও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে শান্তিও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে প্রশান্তিও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে স্বাদও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে আরামও রয়েছে, সুতরাং বিচক্ষণতা এটাই যে, ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতে মুক্তিরও উত্তম ব্যবস্থা করা।

আফসোস! আমাদের সমাজের অধিকাংশই না নিজে ইলমে দ্বীন শিখার প্রতি আগ্রহী আর না নিজের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শিখায়। নিজেদের মেধাবী সন্তানদের দুনিয়াবী জ্ঞান ও কৌশল তো বরাবর শিখায় কিন্তু ফরয উলুম, কোরআনে করীম পড়ানো এবং সুন্নাত শিখানোর প্রতি মনযোগ থাকেনা। এই আশা তো করে যে, আমার সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামার হোক কিন্তু নিজের সন্তানকে হাফিযে কোরআন, আলিমে দ্বীন এবং মুফতীয়ে ইসলাম বানানো চিন্তা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আহ! আমরা যদি আমাদের সন্তানদের ইলমে দ্বীন শিখিয়ে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়া রেখে যেতে সফল হতাম। কিন্তু মনে রাখবেন! এই আশা তখনই পূরণ হবে যখন আমাদের সন্তান ইলমে দ্বীনের অফুরন্ত সম্পদে ভরপুর হবে। সুতরাং নিজের সন্তানদের বাল্যকাল থেকেই ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী করে তুলুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে ফয়েয অর্জন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জীবনি সম্পর্কে শুনছিলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুবই মেধাবী এবং প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। বড় বড় কিতাব মুখস্ত করে নেয়া এবং সর্বদার জন্য নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ রাখা এটা তাঁর অনন্য কৃতিত্ব ছিলো। আসুন! তাঁর অনন্য স্মরণশক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবন করি।

বর্ণিত আছে, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমি আপনার নিকট “মুয়াত্তা” পড়তে চাই। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আমার কাতিব হাবীবের নিকট চলে যাও, তিনি এর কিরআত করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরয করলেন: আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোক! আমার থেকে একপৃষ্ঠা শুনে নিন, যদি আমার পড়া ভাল লাগে তবে আপনাকে পড়ে শুনাবো অন্যথায় ছেড়ে দিবো। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: পড়ুন! তিনি একপৃষ্ঠা পড়লেন অতঃপর চুপ হয়ে গেলেন। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আরো পড়ুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আবারো পড়লেন তখন ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খুবই ভাল লাগলো। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট পুরো মুয়াত্তা পড়লেন এবং যখন আবারো উপস্থিত হলেন তখন ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে বের করো যে তোমাকে পড়াবে। তখন হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরয করলেন: হুয়র! আমি চাই যে, আপনি নিজেই আমার পড়া শ্রবণ করুন, যদি ভাল পড়তে না পারি তবে কোন পাঠদানকারীকে খুঁজে নিবো। ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আচ্ছা! ঠিক আছে, পড়ুন! তখন হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একেবারে গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত পাঠ করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এতে হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমাকে দোয়া করলেন এবং অত্যধিক খুশি প্রকাশ করলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৭৮, হাদীস নং-১৩১৭৭/১৩১৭৮/১৩১৮০)

## ফতোয়া প্রদানের অনুমতি

আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের এমন দরজা খুলেছেন যার কোন উদাহরণ পাওয়া যায়না। তাঁর যোগ্যতা এবং জ্ঞানের শান ও শওকতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করণ যে, যখন তাঁর বয়স মুবারক মাত্র ১৫ বছর হলো তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কারণে তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ এবং মক্কায়ে মুকাররমার মুফতীয়ে আযম হযরত সাযিয়দুনা মুসলিম বিন খালিদ যানজি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন।

(কিতাবুস সাকাত লি ইবনে হাব্বান, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী, নম্বর-২৯৯৭, ৫/৪০৬)

## ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ওস্তাদ

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ওলামা ও মাশায়িকের ফয়েয অর্জনের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মালেকীদের মহান ইমাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কাছ থেকেও অনেক লাভবান হন। তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর মাঝে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তিনি হলেন ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শাগরেদ ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ। হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন শাজা' رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: একবার ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুবই কঠিন মাসআলার সমাধান উপস্থাপন করলেন, যা তাঁর নিজের কাছেই আশ্চর্যজনক ছিলো। বললেন: এটা আমার সম্মানিত ওস্তাদ মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এরই ফয়েয। (মাকামাতে ইমামে আযম, ৫২৫ পৃষ্ঠা) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: বিশ বছর ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খেদমতে ছিলাম এবং আমি তাঁর কাছ থেকে যেরূপ উপকারীতা গ্রহন করেছি যদি তা লিখিত আকার দেয়া হয় তবে তা বহন করার জন্য একটি উট প্রয়োজন হবে। নিঃসন্দেহে যদি ইমাম মুহাম্মদ না হতেন তবে আমার দ্বীনের জ্ঞান অর্জন নসীব হতো না। (মাকামাতে ইমামে আযম, ৫৩২ পৃষ্ঠা) ইমাম মালেক এবং ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দের মতো ইলম ও মর্যাদা সম্পন্ন ওলামাদের ফয়যানে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে জ্ঞানের সমুদ্র বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শুধু হাফিয়ুল হাদীস (অর্থাৎ এক লক্ষ হাদীসের হাফিয) ছিলেন না বরং

হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য, বর্ণনাকারীর অবস্থা এবং হাদীসের অবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণেও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন।

## ইমাম শাফেয়ীর মেধা এবং হাদীসের খেদমত

আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে অনেক উচ্চ মেধা সম্পন্ন ও উচ্চ পর্যায়ের ইলমে দ্বীনের মর্যাদা দান করেন। হযরত আবু উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: مَا وَدَّيْتُ أَحَدًا أَغْفَلَ مِنَ الشَّافِعِيِّ অর্থাৎ আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী দেখিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০১, হাদীস নং-১৩২১৭) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ফযীলত ও উৎকর্ষতার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যায় যে, হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: عَالِمٌ قُرَيْشِيٌّ يَبْلُغُ كِبَارَ الْأَرْضِ عَلِمًا অর্থাৎ কোরাইশের একজন আলিম দুনিয়াকে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। অনেক ওলামায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, এই হাদীসে পাকে ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, এই হাদীসে পাকে কোরাইশের যে আলিমে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ। (ফয়যুল কদীর, ২/১৩৪, ১৪৬০ নং হাদীসের টিকা) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যেভাবে হযরত সাযিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দীদ ছিলেন, তেমনি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দীদ। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০৫, হাদীস নং-১৩২৩৬) তিনি আরো বলেন: ত্রিশ বছর আমার কোন রাত এরূপ অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জন্য দোয়া করিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০৫, হাদীস নং-১৩২৩৭) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জীবন ভর হাদীসে নববীর খেদমত করে গেছেন, যখন ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইরাকে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন সেখানকার ওলামায়ে কিরামগণ তাঁকে নাসেরুল হাদীস উপাধী দ্বারা ধন্য করেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১১৪, হাদীস নং-১৩২৭৭) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর চেয়ে বেশি কাউকে হাদীসের অনুসরণ করতে দেখিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১১৪, হাদীস নং-১৩২৭৬)

## ইমাম শাফেয়ীর গুণাবলী

হে আশিকানে আউলিয়া! জ্ঞানের পরিসীমা এবং গুরুত্ব ও মর্যাদায় তো ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অতুলনীয় ছিলেন, পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেযগারী, খোদাভীতি, ইবাদতের আধিক্য, উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা, আখিরাতের চিন্তা, সদাচরণ, যুহুদ ও তাকওয়া, বিনয় ও নম্রতা, শরীয়তের অনুসারী, ক্ষমা ও মার্জনা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা, নফসের নিরীক্ষণ এবং শয়তানের বিরোধীতা সহ আরো অনেক উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আসুন তাঁর ইবাদত এবং রাত্রী জাগরণের তিনটি (৩) বর্ণনা শ্রবণ করি:

১. হযরত সাযিয়্যুনা হারুন বিন সাঈদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মতো কাউকে দেখিনি। তিনি মিশরে আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন লোকেরা বললো: একজন কোরাইশি ফকীহ আমাদের নিকট এসেছে। অতএব আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমরা তাঁর চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী এবং উত্তমভাবে নামায আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। আমরা অপেক্ষা করতে রইলাম, যখন তিনি নামায আদায় করে নিলেন তখন কথাবর্তা শুরু করলেন। আমরা তাঁর চেয়ে সুন্দরভাবে কথা বলা ব্যক্তি আর দেখিনি। (রওয়াল ফায়েক ফিল মওয়ালেয়ুল রিকাক, ২১০ পৃষ্ঠা)
২. ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রাত তিন ভাগ করতেন, প্রথম ভাগে লেখনি ও সংকলনের কাজ করতেন, দ্বিতীয় ভাগে নফল নামায পড়তেন এবং তৃতীয় ভাগে আরাম করতেন। হযরত সাযিয়্যুনা রবি বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রতিদিন একবার কোরআনে করীম এবং রমযানের নফল নামাযে ষাটবার কোরআনে করীম খতম করতেন।

(রওয়াল ফায়েক ফিল মওয়ালেয়ুল রিকাক, ২০৭ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত সাযিয়্যুনা হাসান কারাবিসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি বহুবার হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সঙ্গে রাত অতিবাহিত করেছি। আমি দেখেছি যে, তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং কখনো পঞ্চাশ আয়াতের বেশি তিলাওয়াত করতেন না, যদি কখনো বেশি পড়তেন তবে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতেন। যখন কোন রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করতেন

তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের জন্য এবং সকল মুমিনের জন্য আনুগত্যে অটল থাকার দোয়া করতেন আর যখন কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন তখন তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের জন্য এবং সকল ঈমানদারদের মুক্তির জন্য দোয়া করতেন।

(তারিখে বাগদাদ, নম্বর-৪৫৪, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী, ২/৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অধিকহারে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা আশ্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِ السَّلَام বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام পদ্ধতি, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা সৃষ্টির উপায়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তির উপায়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপায়। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা জাহেরী ও বাতেনী সংশোধনের মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা রুহের সতেজতার উপায়, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা অন্তরের প্রশান্তির কারণ। আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা শরীয়তের চাহিদা, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা সকল মুমিন বান্দার উপর হক এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। যেমনটি ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জ্বীন ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

হে আশিকানে রাসূল! এই আয়াতে মুবারাকায় এই বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ ও জ্বীনকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য (Purpose) বলে দিয়েছেন, তখন আমাদের উপরও আবশ্যিক যে, আমরা এই উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং অধিকহারে আল্লাহ তায়ালার

ইবাদত করা আর এই বিষয়টিও স্পষ্ট যে, যেখানে ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে ইবাদত কিভাবে করতে হবে তারও নির্দেশনা দিয়েছেন, সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেনো ইবাদত করার পদ্ধতি শিখি এবং সেই অনুযায়ী ইবাদত করি। যেমন; নফল নামায পড়ি বা ফরয নামায পড়ি তবুও এর হক আদায় করতে হবে। কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করতে হয়, তাই কোরআন করীম বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা শিখতে হবে, ফরয হজ্জ আদায় করতে হলে তবে হজ্জের প্রয়োজনীয় মাসআলা ও আহকাম শিখতে হবে, যাকাত ফরয হওয়াবস্থায় যাকাতের মাসআলা শিখতে হবে।

যদি আমরা বুয়ুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানবো যে,  
 \* আল্লাহ তায়ালার সকল নেক বান্দা ইবাদত ও রিয়াযতের প্রেমিক ছিলেন,  
 \* তাঁদের রাত-দিন ইবাদত ও বন্দেগীতেই অতিবাহিত হতো, \* সর্বদা আল্লাহ তায়ালার স্মরণে নিজের সময় অতিবাহিত করা তাঁদের প্রিয় কাজ ছিলো।  
 আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনিত্তে ইলম অর্জন এবং ইবাদত উভয়টিই স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে।

আসুন! ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং বুয়ুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার নিয়তে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইবাদতের আধিক্য সম্পর্কিত দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি।

## রাতভর ইবাদত ও দিনভর রোযা

১. বর্ণিত আছে যে, হযরত সাযিয়্যুনা হাবীব নাজ্জার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রাতভর ইবাদত করতেন এবং দিনভর রোযা রাখতেন আর ইফতারের জন্য যে খাবার আনা হতো তাও অপরকে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে সারা রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাযে অতিবাহিত করে দিতেন। যখন সকাল নিকটবর্তী হতো তখন বিনয় ও নম্রভাবে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরয (দোয়া) করতেন: আমি অলসতার সাগরে ডুবে আছি এবং গুনাহের ময়দানে চলছি। হে আল্লাহ! এই তোমার অপদস্ত, গুনাহগার এবং দুর্বল বান্দা তোমার দয়ার দরজায় উপস্থিত এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী। (রওযুল ফায়েক, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

## নুরানী প্রদীপ আলোকিত হয়ে যেতো!

২. তাঁর যুগের ওলীয়া হযরত হাফসা বিনতে সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান সম্পন্ন অনেক বড় আলিমা ও ইমাম হযরত মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বোন ছিলেন, তিনি বসরা শহরের খুবই ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন, তিনি সারা রাত নামায পড়ে কাটিয়ে দিতেন এবং নামাযে অর্ধেক কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। অনেকসময় নিজের নামায পড়ার স্থানে এতদেবী পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার প্রদীপ (Lamp) নিভে যেতো, কিন্তু তাঁর জন্য সকাল পর্যন্ত (প্রদীপের আলো ব্যতীত) ঘর আলোকিত থাকতো।

(রুহুল বয়ান, ৬/২৪২, সূরা ফোরকান, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা)

## ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো “মাদানী ইনআমাত”

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! গুনাহের পিছু ছাড়াতে এবং ইবাদতের মানসিকতা বানাতে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি কাজ হলো “মাদানী ইনআমাত” এর রিসালা জমা করানো, আমরা নিজেরাও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার পাশাপাশি মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করাবো, অপরকেও নিয়মিত মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানোর মানসিকতাও প্রদান করতে থাকবো, এতে অটলতার বরকতে **إِنْ شَاءَ اللهُ** **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** আমীরে আহলে সুন্নাত **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** নেক আমলে উন্নতি হবে। এর প্রদত্ত ৬৩টি মাদানী ইনআমাত হচ্ছে নেককার হওয়ার অনন্য পদ্ধতি। সুতরাং সময় নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন কিফরে মদীনা করুন (অর্থাৎ মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আজ কতটুকু আমল হয়েছে) রিসালায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখের মধ্যেই যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা করে দিন, তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব “জান্নাত প্রত্যাশীদের জন্য মাদানী পুষ্পাঞ্জলী” এর মাধ্যমে অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকেও “মাদানী ইনআমাত” এর প্রতি আমল করার উৎসাহ দিন। প্রত্যেক ইসলামী বোনেরা এরূপ চেষ্টা করুন যে, তারা যেনো আন্তারের আজমেরী, বাগদাদী, মক্কী এবং মাদানী কন্যা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

ইনফিরাদি কৌশিশ করার ‘মাদানী ইনআম’ এর উপর আমল করে প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে পরবর্তী মাসে সংগ্রহ করারও চেষ্টা করুন। লক্ষ্য কমপক্ষে ১২টি রিসালা।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

## হৃদয়গ্রাহী বয়ানের প্রভাব

বাবুল মদীনার (করাচী) এই ইসলামী বোন পরকালিন পরীক্ষার প্রতি উদাসিন হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলো। একদিন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত কোন এক ইসলামী বোন ইনফিরাদি কৌশিশ করে সেই ইসলামী বোনকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলো। তার মহানুভবতার ফলে সেই ইসলামী বোনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হলো, সেখানে মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে বয়ান চলছিলো, সে মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনতে লাগলো। বয়ান খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিলো, তার মাঝে ভাবাবেগ শুরু হয়ে গেলো এবং বয়ান শেষে সে সত্য অন্তরে নিয়ত করলো যে, **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** ভবিষ্যত জীবন মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করবো। অতঃপর মাদানী ইনআমাতের আমলের বরকতে মাদানী বুরকা পড়ার সৌভাগ্যও নসীব হয়ে গেলো। (পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, ৮৯ পৃষ্ঠা)

“যদি আপনাদেরও দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত অর্জিত হয় তবে বয়ানের শেষে মাদানী বাহারের স্টলে লিখিতভাবে জমা করিয়ে দিন।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অন্যান্য নেক আমলের ন্যায় ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দয়া দাক্ষিণ্যেও অতুলনীয় ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রচুর সম্পদ ব্যয় করতেন, দান করা এবং হকদারদের মাঝে সম্পদ বন্টন করা তাঁর অভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। আসুন! ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দানশীলতা সম্পর্কে চারটি (৪) ঘটনা শ্রবণ করি।

১. হযরত সাযিয়দুনা হামিদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের কোন কাজে ইয়ামেন তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন মক্কায় মুকাররমায় رَادَمَا اللهُ شَرَفًا وَ تَفْظِيْمًا ফিরে আসলেন তখন তাঁর নিকট দশ হাজার দিরহাম ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মক্কা শরীফের বাইরেই তাবু স্থাপন করলেন। লোকেরা তাঁর নিকট আসতে থাকে, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাবু থেকে বাইরে বের হলেন তখন সমস্ত সম্পদ আল্লাহ তায়ালায় পথে বন্টন করা হয়ে গিয়েছিলো। (রওযুল ফায়েক, ২০৮ পৃষ্ঠা)
২. হযরত সাযিয়দুনা রবিই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যখন আমার বিবাহ হলো তখন হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কত মোহর নির্ধারন করেছো? আরয করলাম: ত্রিশ (৩০) দিনার। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আবাবো জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার স্ত্রীকে কত দিয়েছো? আমি আরয করলাম: ছয় দিনার। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমাকে একটি থলে পাঠালেন, যাতে চব্বিশ দিনার ছিলো এবং ২০১ হিজরীতে আমাকে জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ দিলেন। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭/৪৫২, হাদীস নং-১০৯৬২)
৩. একদিন হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বাহনে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলো। একব্যক্তি উঠিয়ে দিলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাকে পঞ্চাশ দিনার দিলেন। (রওযুল ফায়েক, ২০৮ পৃষ্ঠা)
৪. একবার হযরত সাযিয়দুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ গোসলখানা থেকে বের হলেন। তাঁর নিকট অনেক মালামাল ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সমস্ত মালামাল গোসলখানার মালিককে দিয়ে দিলেন। (রওযুল ফায়েক, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কৃপণতা ও দানশীলতা দু'টি এমন বিষয় যা একটি আরেকটির বিপরীত (Opposite)। কৃপণতার শাব্দিক অর্থ হলো অতিলোভী (Conjunction) এবং যে স্থানে সম্পদ ও মালামাল ব্যয় করা প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় না করা, এটাই কৃপণতা। (হাদীকাছন নাদীয়া, ২/২৭)

আর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে দানশীলতার সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন যে,

অহেতুক ব্যয় (Extravagant) ও কৃপণতা তাছাড়া প্রশস্ততা ও কঠোরের মধ্যবর্তী পন্থার নামই হলো দানশীলতা (Generosity)। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭৮০)

## দানশীলতা ও কৃপণতার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, আরবের প্রচলিত ভাষায় সাধারণত সখী (উদার) বলা হয়, যে নিজেও খায় এবং অপরকেও খাওয়ায়, আর জাওয়াদ (দাতা) হলো, যে নিজে খায়না, অপরকে খাওয়ায়। তাই আল্লাহ তায়ালাকে সখী (উদার) বলা হয়না (জাওয়াদ (দাতা) বলা হয়)। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ১/২২১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কৃপণতা ও দানশীলতা উভয়টির সম্পর্ক সম্পদের সাথে, একটি খুবই উন্নত গুণ আর অপরটি খুবই মন্দ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পদ কারো নিকট না অনন্তকাল ছিলো, না অনন্তকাল থাকবে, সুতরাং যদি আল্লাহ তায়ালো কোন সৌভাগ্যবানকে এই নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে, তবে তার উচিত যে, সে যেনো সেই নেয়ামতের গুরুত্ব দেয় এবং তাঁর অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকে, এই নশ্বর ধন-সম্পদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেনো জমা না করে, বরং মাঝে মাঝে তা আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করে নিজেকে দানশীলতায় আবদ্ধ করা, মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি দানশীলতার পরিবর্তে কৃপণতা অবলম্বন করে, তার মনের প্রশান্তি নসীব হয় না, এরূপ ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ করে না, নেকীর কাজে ব্যয় করাকে অহেতুক ব্যয় মনে করে, মোটকথা যদি কখনো কোন নেক কাজে অংশগ্রহণ করেও নেয় তবে অবস্থা এমন হয় যে, নাম প্রকাশ হওয়ার আশা করে, কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ জমা করাকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে, হকদারকে বঞ্চিত করে তাদের অসম্ভুষ্টি অর্জন করে নেয়, তাদের দোয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নেয়, মানুষকে নিজের সম্পর্কে অপবাদ, কু-ধারণা এবং গীবতে লিপ্ত করে দেয় আর কৃপণতার কারণে যাকাত ও ফিতরা ইত্যাদি এবং ওয়াজিব সদকা আদায়ে অলসতা করে আল্লাহ তায়ালো এবং তাঁর মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে অসম্ভুষ্টি করে এবং নিজেরকে জাহান্নামের অধিকারী করে নেয়। আসুন! কৃপণতার ধ্বংসলীলা সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَخِيلَ فِي حَيَاتِهِ السَّخِيءِ عِنْدَ مَوْتِهِ. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, যে বান্দা জীবনভর কৃপণতা করে এবং মৃত্যুর সময় দানশীলতা করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ২য় অংশ, ৩/১৮০, হাদীস নং-৭৩৭৩)

২. مَا مَحَقَّ الْإِسْلَامُ شَيْئًا مَحَقَّ الشُّخَّ. অর্থাৎ ইসলাম কোন বিষয়কে এতটুকু নিশিচহ্ন করেনি, যতটুকু কৃপণতাকে করেছে। (মু'জাম্ব আওসাত, ২/১৫১, হাদীস নং-২৮৪৩)

৩. দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ, আর যে দানশীল হলো তবে সে সেই বৃক্ষের শাখা আঁকড়ে ধরলো, সেই শাখা তাকে ছাড়বে না, এমনকি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। আর কৃপণতা জাহান্নমের একটি বৃক্ষ, আর যে কৃপণ হলো তবে সে এর শাখা আঁকড়ে ধরলো, তা তাকে ছাড়বে না, এমনকি তাকে আগুনে প্রবেশ করিয়ে দিবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৩৫, হাদীস নং-১০৮৭৭)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই শেযোক্ত হাদীসে পাকের আলোক বলেন: অর্থাৎ দানশীলতার শিখড় জান্নাতে এবং এর শাখা প্রশাখা দুনিয়ায়, যেহেতু দানশীলতার প্রকারভেদ রয়েছে, তাই ইরশাদ করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় সেই বৃক্ষের শাখা অনেক প্রসারিত হয়ে আছে, যেমনটি কোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে, কলেমা তায়্যিবার শিখড় মানুষের অন্তরে এবং শাখা আসমানে (আর তা) সর্বদা তার ফল দেয়, এই হাদীসেও তুলনা বর্ণনা করা হয়েছে। (তিনি আরো বলেন) শরীয়াতে দানশীলতার সর্বনিম্ন স্তর হলো যে, মানুষ ফরয সদকা আদায় করবে এবং তরীকতের সর্বনিম্ন স্তর হলো যে, শুধুমাত্র ফরয দিয়েই তুষ্ট না হওয়া, নফল সদকাও দেয়া। হাকীকত ও মারেফাত ওয়ালাদের নিকট এর সর্বনিম্ন স্তর হয়ে যে, নিজের প্রয়োজনিতার উপর অপরের প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেয়া। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৯১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জীবনি এবং চরিত্র সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল অর্জন করলাম, বুয়ুর্গদের জীবনি এবং চরিত্র বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরাও যেনো তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলি এবং তাঁদেরই

মতো জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যাই। নিঃসন্দেহে বর্তমানে দ্বীন থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুসলমান আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এমন পরিবেশে যদি আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাদের চরিত্র সম্পর্কে শুনানো হয় এবং এর প্রতি আমল করানো হয় তবে দুনিয়ায় সফলতা অর্জিত হয়ে যাবে, এতে শুধু বুয়ুর্গানে দ্বীনের ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি হবে না বরং নেককার হওয়ার প্রেরণাও জাগ্রত হবে।

## ইসলামী বোনদের তরবিয়্যত গাহ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী প্রায় ১০৫টি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো “ইসলামী বোনদের তরবিয়্যত গাহ মজলিশ”। এই মজলিশের ইসলামী বোনদেরকে ১২দিনের বিভিন্ন কোর্স, যেমন; মাদানী কাজ কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, বিশেষ ইসলামী বোন কোর্স, ফয়যানে কোরআন কোর্স করিয়ে থাকে। এই কোর্স সমূহে ফিকাহ, তাজবীদ, আকীদা, সুন্নাত ও আদব, যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের গুরুত্ব ও মাদানী কাজের পদ্ধতি, বিশেষ ইসলামী বোনদের মাঝে মাদানী কাজ করার পদ্ধতি, ফয়যানে সূরা নূর (তাফসীর), সুন্নাত ও আদব, নামাযের মাসআলা এবং বিশেষ সূরা শিখানো হয়। আল্লাহ তায়ালার “ইসলামী বোনদের তরবিয়্যত গাহ মজলিশ”কে আরো একাত্মচিত্তে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ  
صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

## সাজ-সজ্জার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার “সুন্নাত ও আদাব” কিতাব থেকে সাজ-সজ্জার সুন্নাত এবং আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি: ★ মানুষের চুল দ্বারা খোঁপা বানিয়ে মহিলা নিজেদের চুলে লাগানো, এটা হারাম। হাদীসে মুবারাকায় তাদের উপর অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে বরং তাদের উপর অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে, যারা অন্য কোন মহিলার মাথায় মানুষের চুল দ্বারা নির্মিত খোঁপা লাগিয়ে দেয়। (দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫) ★ যদি সেই চুল সেই মহিলারই যার মাথায় লাগানো হয়েছে, তবুও নাজাযিয়। (দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫) ★ মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জাযিয়।

ছোট ছেলে শিশুদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয়, মেয়ে শিশুদের লাগানোতে সমস্যা নাই। (দুররে মুখতার, ৯/৫৯৯) ☆ যেমনিভাবে পুরুষদের মহিলা নকল করা জায়িয় নেই তেমনিভাবে মহিলারাও পুরুষের নকল করতে পারবে না, যেমনটি হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অভিশম্পাত করেছেন মহিলারূপী পুরুষদের যারা মহিলাদের আকৃতি ধারণ করে এবং পুরুষসূলভ মহিলাদের যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস নং-২২৬৩, ১/৫৪০) ☆ মহিলারা নিজের স্বামীর জন্য জায়িয় পন্য দ্বারা কিন্তু ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে সাজ-সজ্জা করবে তবে মেকআপ করে এবং সৈঁজে-গুঁজে ঘর থেকে বাইরে বের হবে না, কেননা আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মহিলা হচ্ছে পরিপূর্ণ আওরাত (লুকোনো জিনিষ), যখন কোন মহিলা বাইরে বের হয় তখন শয়তান উঁকি মেরে মেরে তাকায়। (তিরমিযী, ১৮তম অধ্যায়, হাদীস নং-১১৭৬, ২/৩৯২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ